R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

এস,কে,রায় হার্ডওয়্যার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেক্ট্রিক্ সরঞ্জাম
সিমেন্ট
রড্
ফ্যান
ল্যাম্প
মেসিন-
পার্টস

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

৬২শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৮শে এপ্রিল, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

সংবাদপত্রকে মগজ ধোলাইয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় ঃ বোম্বাই হাইকোরট

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় ডি পি মদোন এবং এম এইচ কানিয়া একটি সেন্সারশিপ মামলার রায়দানকালে মন্তব্য করেছেন : জনমতকে জোর করে একই ধারায় প্রবাহিত করার ক্ষমতা সেন্সরশিপের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হতে পারে না। প্রেসকে জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের হাতিয়ারে পরিণত করা উচিত নয়। সমস্ত সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিকে একই হাওয়ায় পাল দেওয়া, একই ফাইলে বেঁধে রাখা বা একই স্বরে কথা বলানো কখনই উচিত নয়।

মহারাষ্ট্র সরকারের প্রেস উপদেষ্টা বিনোদ রাওয়ের একটি রিট আপিলের রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতিদ্বয় এই মন্তব্য করেন। নিম্ন আদালতের বিচারপতি আর পি ভট এই প্রসঙ্গে পূর্বেই রায় দিয়েছিলেন। এই রায়ে 'ফ্রিডম ফাষ্ট' পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ১৫ জুলাই রাও এক নির্দেশে ১১টি বিষয় প্রকাশনের উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন তা বাতিল করে দেওয়া হয়। এই ১১টি বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ, সংবাদ এবং উদ্ধৃতি ছিলো। পত্রিকার সম্পাদক এম আর মাসানি এই মামলা দায়ের করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কারলই—আঁধুয়া মোহিনী খাল সংস্কারের কাজ এক সপ্তাহের মধ্যে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিল—কারলই নদী থেকে ফরাক্কার আঁধুয়া গ্রাম অবধি মোহিনী খাল সংস্কারের কাজ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আরম্ভ হচ্ছে। খালটি সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছেন লুথারান ওয়ারলড্ সারভিস। ফরাক্কা থানার বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের সুবিধার জন্য এটি সংস্কার করা হবে। আজ বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে খবরটি দেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী। উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে তিনি আরো জানান, সাগরদীঘি ব্লকের কড়াইয়া গ্রামে দুটি পুকুর খোঁড়ার কাজ চলছে। সংস্কারের মাধ্যমে পুকুর দুটিকে এক করে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও সুতী দু'নম্বর ও রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে রাস্তা ও ক্যানেল সংস্কারের কাজে অচিরেই হাত দেওয়া হবে। কিসমৎ গাদীর কিসমৎ সম্পর্কে তিনি জানান, আসন্ন বর্ষার আগে তার কিসমৎ ফেরার আশা নাই। তবে সংস্কারের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলেছে।

দাদাঠাকুরের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ এপ্রিল—জঙ্গিপুর সংবাদ ও পণ্ডিত প্রেস সংস্থার পক্ষ থেকে আজ ১৩ বৈশাখের সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর পুরভবনে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশায়ের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে এবং প্রধান অতিথির আসন

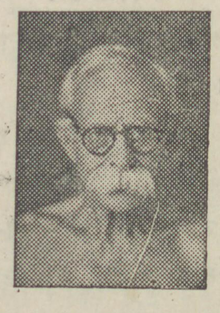

অলঙ্কৃত করেন অবনীকুমার রায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দাদাঠাকুরের পৌত্র রবীন্দ্র পণ্ডিত বলেন, আমরা তাঁর উত্তরসূরী হয়েও কতটুকু করতে পেরেছি জানি না। তবে আজকের এই অনুষ্ঠান সকলের সহযোগিতায় সফল হতে চলেছে। স্মৃতি-চারণ করেন অমলকুমার পণ্ডিত ও মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী। বক্তব্য রাখেন নুরুল ইসলাম মোল্লা, ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, আবদুর রাকিব, সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্যের উত্তরে পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, একটি কমিটি গঠন করে দাদাঠাকুরের স্মৃতি রক্ষার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমি সচেষ্ট হব। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ঠাকুরদাস শর্মা বিরচিত 'গীতি আলেখ্য—দাদাঠাকুর' অনুত্তম পণ্ডিতের নির্দেশনায় পরিচালনা করেন সত্যনারায়ণ ভকত। এতে অংশ গ্রহণ করেন তাপস রায়, প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়, বিমান হাজরা, অমিত রায়, সুশান্ত মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব হাজরা, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যরা। সঙ্গীত পরিচালনা করেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সরকার ও সম্প্রদায়। বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার ও প্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রেরিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠ করেন তাপস রায় ও প্রত্যর্পণ সিংহ রায়।

টি আর স্কীমে চুরি ধরা পড়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৪ এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সূত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, সুতী থানার কাঁদোয়া গ্রামে টি আর স্কীমে একটি রাস্তা সংস্কারের কাজে চুরি ধরা পড়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার এই প্রকল্পে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকাই আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পে-মাষ্টারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং থানায় এফ আই আর লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সম্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

স্মরণের আবরণে

কালের আবর্তন চক্রে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তেরোই বৈশাখ। আজ এই সূর্যস্নাত উজ্জ্বল প্রভাতে তোমাকে স্মরণ করিতেছি। আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ মিশ্রণে এ স্মৃতি অমলিন। কারণ বিশ্বকবির ভাষায়: 'আজ আসিয়াছে কাছে/জন্মদিন মৃত্যুদিন: একাসনে/দোঁহে বসিয়াছে।' ১২৮৮ বঙ্গাব্দের তেরোই বৈশাখের স্মৃতি আনন্দঘন। অথচ ১৩৭৫'র ১৩ই বৈশাখ বিদায়ের বেহাগ রাগিণীতে ভারাক্রান্ত করিয়া দেয় হৃদয়। এই জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত ও আচারসর্বস্ব পল্লীর মৃত্তিকার বুকে তোমার নগ্ন পদের বলিষ্ঠ নির্ভীক পদচারণার দ্বারা একদিন মহানগরী পর্যন্ত কম্পিত করিয়া তুমি তোমার ক্ষণজন্মত্ব প্রমাণ করিয়াছিলে। বিদেশী শ্বেতাঙ্গ শাসকের রক্তচক্ষুকে হেলায় করিয়াছিলে অবহেলা। মতিলাল-চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র হইতে মানবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেশনায়কগণের চক্ষে ছিলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র। বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিকট স্বীয় সৃজনী শক্তি ও মননের দাক্ষিণ্যে অর্জন করিয়াছিলে অগাধ অবাধ ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার করুণাধারায় সিক্ত ছিল তোমার মানস সন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'। 'বোতল পুরাণ' ও 'বিদুষক'র হাস্যরসিকতায় রসিকজন মাতিয়া উঠিলেও কলম যে তলোয়ার অপেক্ষা বলবান 'জঙ্গিপুর সংবাদ'র সম্পাদক হিসাবে ক্ষুরধার লেখনী ধারণে তাহা প্রমাণ করিয়াছিলে। কিন্তু চলার পথ নিশ্চিত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। আসিয়াছে শতেক বাধা-বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের কুটিল চক্রাঘাত। তথাপি প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রত্যয় তোমার সংগ্রামী চেতনাকে কোনোদিন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা করিতে দেয় নাই। পুনঃ পুনঃ দুঃখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও কদাপি পরাস্ত হও নাই। হাস্য মুখে অদৃষ্টকে পরিহাসই করিয়াছিলে। ভাগ্য দেবতার উদ্দেশ্যে তাই তোমার বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ: 'আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো/পরাণ খুলে গাইবো গান।'

তোমার সেই সংগ্রামী হাতিয়ার 'জঙ্গিপুর সংবাদ' আজ তৃতীয় প্রজন্মে পা দিয়াও তোমার ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শকেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। স্মরণের আবরণে ঢাকা এই পবিত্র লগ্নে তাই প্রার্থনা জানাই—তোমার জীবনেতিহাসই আমাদের যেন দেয় নিত্য নূতন পথের সন্ধান। সত্য ও ন্যায়ের পথে পদচারণায় সহস্র বাধা ও নব নব আঘাত আসিলেও আমরা যেন অবিচল প্রত্যয়ে অটল থাকিতে পারি।

ঐতিহাসিক পদযাত্রায় দাদাঠাকুর

—সত্যনারায়ণ ভকত

এই তো সেদিন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নির্বাচনী এলাকা রায়বেরিলির গ্রামের পথে ঐতিহাসিক পদযাত্রা করেন। ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর এই পদযাত্রার সাথে সাথে শুরু হয় প্রতিটি রাজ্যের ব্লকস্তরে পদযাত্রা কর্মসূচী। তাঁদের পদযাত্রাকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই ইতিহাস একেবারে টাটকা। আমাদের স্মৃতিতে তুলি ও রং দিয়ে ছবি এঁকে চলেছে। আর এখানে আমি যে শিরোনামায় যে ঘটনার কথা বলতে চাচ্ছি তাও একটি ঐতিহাসিক এবং স্মরণীয় ঘটনা। দাদাঠাকুরের ছোট ছেলে অমলকুমার পণ্ডিতের স্মৃতি থেকে এই ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেছি। আর কোথাও এই কাহিনী লেখা হয়নি।

১৯২৪ সাল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মামলার কাজে পাটনা গিয়ে সেখানেই পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মরদেহ পাটনা থেকে কলকাতা নিয়ে আসার পর শুরু হয়েছে শবযাত্রা। স্যার আশুতোষের ভবানীপুরের বাড়ী থেকে ক্যাওড়াতলা শ্মশান। নগ্নপদে চলেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এবং সেকালের কংগ্রেসী দিক্‌পালদের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, মদন বর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। উত্তপ্ত পথ দিয়ে ঐতিহাসিক শবযাত্রা এগিয়ে চলেছে। নেতারা রাস্তার জলে মাঝে মাঝে পা ডোবাচ্ছেন। কিন্তু ডোবাচ্ছেন না মাত্র একজন। তিনি দাদাঠাকুর—আজন্ম নগ্নপদেই হাঁটতে যিনি অভ্যস্ত।

সকলের অলক্ষে ব্যাপারটা ঘটে চল্লেও দেশবন্ধু কিন্তু লক্ষ্য করে চলেছেন। সকলে বার বার পা ডোবাচ্ছেন, অথচ দাদাঠাকুর একবারও পা না ডুবিয়ে নিঃশব্দে দিব্যি হেঁটে চলেছেন। শবযাত্রার শেষে এক সময় ফরাসে বসে দেশবন্ধু আর থাকতে না পেরে দাদাঠাকুরের কাছে গেলেন। সোজাসুজি পায়ে হাত দিয়ে দেখতে গেলেন ফোসকা পড়েছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুর বাধা দিয়ে বল্লেন, আপনি বয়সে বড়, শিক্ষিত, সম্মানীয় ব্যক্তি। পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন। দেশবন্ধু উত্তর দিলেন, 'We are legally entitled to take the dust of your feet because you are Brahmin by Cast.'

সেই আত্মকৃত মহান-এর প্রতি

—অমিত মুখোপাধ্যায়

টালা থেকে টালিগঞ্জ বা তারও বেশী বিস্তার সেই গৌরাকৃতি মাঝারি মাপের মানুষটির। বিশুদ্ধ পথিক। তাঁর কথায় "পদস্থ"-ও। কেননা গ্রীষ্মের দুপুরের ঐ পিচ-গলা রাস্তাতেও তিনি অনায়াসে হেঁটে যেতেন। কি ভীষণ অহঙ্কার। সেই কবে ছেলেবেলায় তপ্ত রাস্তায় নগ্ন পায়ে হাঁটা ভিখিরির কাছ থেকে শিখে নেওয়া। সরল জীবনবোধ। জলের ওপর দিয়ে হাঁসের ঋজু গতিতে এগিয়ে যাওয়ার মতন। আসলে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে কোন কিছুই ঠিক শিখে নিতে হয়নি তালিম নেওয়ার মতো। ঐ যে বিনা আয়াসে মুখে মুখে সব রচনা, ঈষৎ ঝুঁকে পড়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে রাজ রাজরাদের দরবারে যাওয়া, দুঃখী-অনাথাদের সাহায্যদান কোন কিছুর মধ্যেই কোন গড়ে তোলার প্রবণতা নেই। লোক দেখানো কৃত্রিম বাহবা আদায় করার কোন ঝাঁকুনি নেই। সবটাই যেন হয়ে ওঠা পদার্থ। আর সেই জন্যই বোধ হয় জীবন মৃত্যুকেও একই বিন্দুতে মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ বৃত্ত, যার পরিধি সাতাশি বছর তিনি এঁকে যান। স্বেচ্ছা মৃত্যু কথাটা তাঁকে ঠিক মানায় না।

দাদাঠাকুর এর কীর্তি পরিচয় অনুসন্ধিৎসু মানুষদের কাছে বিচারিত হওয়ার অবকাশ খোঁজে। যা যে কোন স্রষ্টার পক্ষেই প্রার্থিত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা বা প্রচলিত অর্থে গান ইত্যাদির মানুষ তো তিনি ছিলেন না। কথার পিঠে কথা আটকানো হাসিমুখে লঘু-ছন্দে রসিকতা যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আন্তর ব্যঞ্জনের সূক্ষ্ম আধার—এ সব ছিল তাঁর। আর সবার ওপরে ঐ সাড়ে পাঁচ ফুট মাপের জীবন। খালি পা। সাদা ধুতি পরনে। গায়ে ধবধবে চাদর। আর নাকের নীচে একজোড়া হয়ে ওঠা গোঁফ। যা কোন যন্ত্র ছাঁটা নয়। জীবনের সঙ্গে কাজের এমন সুমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় হ্যাকৃটিক্যাল উদাহরণ বোধ হয় আর নেই। ঈশ্বর গুপ্তের চাইতেও তিনি "খাঁটি স্বদেশী" আমরা জেনেছি। ঐ স্বদেশ বোধ তাঁর যাবতীয় কাজে। সরকারী মহলে দুর্নীতি, সামাজিক পরিসরে অসাম্যতা, উঁচু-নীচু শ্রেণীভেদ এ সবই তাঁর লেখার বিষয়। একেবারে সরাসরি। সূক্ষ্ম স্যাটায়ার-এর আড়ালে কখনও বা। এবং সেইজন্যই ঠিক বিশুদ্ধ সাহিত্যগুণে তাদের মেলাতে গেলে ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়। এই দিক দিয়ে তাঁর অগ্রগামীতা ঠিক খিতু কবি-চরিত্রের চাইতে অনেক বেশী চারণ-কবিদের মতো। সমস্ত বিষয় গানে বাঁধা, পদ্যে সীমায়িত করা তাঁর আজন্ম প্রবৃত্তি। নয়ত সংকীর্তন দলের পিছনে হঠাৎ কথা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে কোন বালক! এ যেন কতকটা ভুলিয়ে ভালিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর মতো। সোস্যাল্ রিফর্মার হয়ে আবার সোসাইটিকেই রিফর্ম করতে বাধা দেন যাঁরা, তাঁদের জন্যে এই রণ বিদ্যা ছাড়া তো আর উপায় নেই। বস্তুতঃ সকলকেই করতে হয় তা। হাসি-তামাসার মাঝখানে চাবুক মেরেছিলেন সুকুমার রায়ও। তবে ঐ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুকুমারকে ভাবতে হয়েছিল হাসির প্রাধান্যের কথা; কারণ তাঁর চাবিকাঠিই ছিল খেয়ালরস। আর দাদাঠাকুর। চব্বিশ মিনিট হাসিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা রাগাবেনই তিনি। নইলে "বোতল" এর গুণে "নেশা-খোর" এর নেশা ছাড়বে কেমন করে?

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

এ যুগের কৌটিল্য

—ঠাকুরদাস শর্মা

রুদ্র বৈশাখের ধূলিধূসরত বিশাল তপঃক্লিষ্ট দেহ বসন্তের দুয়ারে এসে ডাক দেয় বিদায়ক্ষণের—"মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল।" দাবদাহ ছড়িয়ে পড়ে ধরণীর বুকে। তবু মানুষ আকুল আবেগে অপেক্ষা করে ঐ বিশেষ ঋতুটির, নব-বর্ষের প্রথম মাসটির; সে যত দুঃখবহ যতই যন্ত্রণাবহ হোক না কেন। এ যেন প্রসূতির গর্ভ-যন্ত্রণার উপশমে নবজাতকের মুখ-দর্শনের আনন্দ লাভের মহালগ্ন। রুদ্র বৈশাখের ত্রয়োদশ দিবসের এমনি এক পুরাতন লগ্নে এই পৃথিবীর বুকে দীন-দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম নিলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)। নিদাঘের তেজস্বিতা, তপের প্রখরতা তাঁর সারা দেহমনে মহান্ রত্ন হ'য়ে বিজড়িত ছিল। তাই তিনি ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, তিনি বলতেন, ঠাকুরদেবতার কাছে কখনও মানসিক ক'রে সুখ চেয়ো না। ভগবান আমলা নন যে তোমার কটা পয়সার বিনিময়ে তোমাকে তোমার কাজটুকু ক'রে দেবেন। নিজের পুরুষকারকে জাগিয়ে তোলো। তুমিই তোতা। তোমার আত্মতেজে, দৃঢ়-প্রচেষ্টায় কাজে সিদ্ধি আসবেই। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করো না কখনও। শুধু উপদেশ নয়, তিনি প্রতিনিয়ত কাজের মাধ্যমে নিজের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। চানক্যের বংশধর তিনি। তাঁকে এ যুগের কৌটিল্য বললে অত্যুক্তি হয় না। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রতি-পক্ষকে তীক্ষ্ণ লেখন খড়্গে ছিন্নভিন্ন করেছে। সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বার বার গর্জে উঠেছে এই দীন-দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণের ক্ষুরধার লেখনী। স্বভাব কবি দাদাঠাকুরের ব্যঙ্গ কবিতায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছে সমাজের কলঙ্কিত দিক গুলির বিরোধিতা। নিজে রাজনীতির সংস্পর্শে না এসেও সে যুগের বহু নেতাকে আশ্রয় দিয়েছেন নিজের ছত্রছায়ে। এই দীন গৃহে পদার্পণ ঘটেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও। সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন করলেন—"দাদাঠাকুর যে দেশের ভাষা জানি না, সে দেশে সেই দেশের অধিবাসী সেজে আত্ম-গোপন করা যায় কিভাবে?" দাদা-ঠাকুরের সহজ উত্তর—"বোবাকালা সেজে।" এই উপদেশ পরবর্তীকালে আত্মগোপনের প্রাক্কালে সাহায্য ক'রেছে নেতাজীকে। দাদাঠাকুর সম্বন্ধে এ যুগের সচেতন মানুষেরা কতটুকুই বা জানে! যখনই তাঁর সম্বন্ধে কথা উঠে, অধিকাংশই বলেন—তিনি ছিলেন একজন বিদূষক, বিরাট বুদ্ধিসম্পন্ন একজন ব্যঙ্গ কৌতুককার, একজন প্রতিষ্ঠিত রসরাজ। কিন্তু এটাই কি তাঁর পরিচয়?

আমরা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, যারা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি চরিত্র গঠনের রসদ, যারা তাঁর সঠিক বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছি খুব কাছ থেকে, তারা জানি তিনি শুধু বিদূষক নন, নন শুধু ব্যঙ্গ কৌতুকের রসরাজ, তিনি একজন প্রকৃত মানুষ, পরিপূর্ণ মানবতার পূর্ণতম রূপ। আমরা অন্ধ। তাই অন্ধের হাতী দেখার মত তাঁর এক একটা বহিঃঅঙ্গের স্পর্শ পেয়েছি আর তাঁকে সেই রূপে বর্ণনা ক'রেছি। তাঁর প্রতি আমরা বর্তমান বাংলার রূপকারেরা, এমন কি তাঁর নিজ পরিবার পরিজনও, নিজের নিজের কর্তব্য পালন করিনি। তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়নের কোন প্রচেষ্টা আজও হয়নি বা অদূর ভবিষ্যতে হবে এমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এ একজাতীয় লজ্জার কথা। তাঁর সমস্ত জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস যদি তাঁর বিভিন্ন যুগের লেখনীগুলি সংগ্রহ ক'রেও করা হয়, তবুও সহজেই প্রতিপন্ন হবে যে তিনি শুধু বিদূষক বা ব্যঙ্গ কৌতুকের রসরাজই নন, তিনি একজন সমাজ সংস্কারক, একজন বিজ্ঞানী, রাজনীতিক, দেশপ্রেমিক, সুচারু লেখক, কবি, দার্শনিক। সর্বোপরি একজন আত্মসচেতন মহা-মানব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের যে সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন, ঠিক সেই সংজ্ঞানুযায়ী একজন স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ আমাদের দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তাই তাঁর শুভ জন্মদিনে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন এই মহান্ পুরুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ন ক'রে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দেশের যুব-সমাজের সামনে আদর্শ ক'রে তুলে ধরার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

ভিন্ন চোখে ॥

প্রজ্ঞার আলোকে আবিষ্কৃত শিল্পী অথবা সাধক

খালি পা, খালি গা। মাথায় ধবধবে সাদা চুল। উন্নত তীক্ষ্ণ নাসা যেন উদ্যত খড়্গ। আর নাসিকার নীচ থেকেই ঠোঁটভর্তি বুরুশ কুঁচির মতন শুভ্র গোঁফের জঙ্গল। গৌরবর্ণ ললাটে চড়াই-উৎরাই বলিরেখা। দু' চোখের মণিতে রঞ্জনরশ্মির মতন দৃষ্টি (যদিচ সাদামাটা গোল ফ্রেমের চশমায় সময়ে সময়ে তা ঢাকা থাকে)। পরনে মোটা খাটো থান ধুতি আর সুতির চাদর, কখনো বা ধুতির প্রান্ত-দেশের দ্বারাই ঊর্দ্ধাঙ্গ আবৃত। বক্ষ-দেশের আবরণহীনতার ফাঁক দিয়ে শ্বেত যজ্ঞোপবীত উঁকি দেয়। ক্বচিৎ স্কন্ধে শোভা পায় জঙ্গিপুরী গামছা। কিন্তু পথ চলতি ছাতা একান্ত আবশ্যিক বস্তু। এবং ছাতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রবচন: 'রোদে ছাদ, জলে ঘর যে না রয় সে বর্বর।' এই 'বর্বর' শব্দের হুল ফোটানো ছত্রহীনের মস্তকে হয়তো বা জ্বালা ধরে যায়। কিন্তু 'উইট'-এর কারসাজিতে যখন তা 'বরবর' হয়ে যায়, তখন চোখে-মুখে ঝলসে ওঠে রসের আনন্দ। মনে হয় দারিদ্র্যের মূর্তিমান বিগ্রহ এই ব্রাহ্মণ রসিক পুরুষ বটে! আর এটিই 'দাদাঠাকুর' শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য। বাইরে প্রাচীন শুষ্ক কঠিন নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ রূপ, অথচ অন্তরে রসের ভাণ্ডারী এক নবীন বিদূষক। হউমার, স্যাটায়ার, আর উইট-এর যিনি দক্ষ কারিগর। রসজ্ঞ স্রষ্টা। মহৎ শিল্পী।

কিন্তু দারিদ্র্য তাঁর অঙ্গের ভূষণ। এ দারিদ্র্য হয়তো শিল্পী, সাধক অথবা সদ্ ব্রাহ্মণের স্বেচ্ছাব্রত। তাই অহংকার। এবং অদ্ভুত এক নৈর্ব্যক্তিকতায় তা হাসির ফুলঝুরি ছড়ায়। মাথার উপর খোড়ো ঘরেও বর্ষার বর্ষণসিক্ত রাত্রে যখন আচ্ছাদন থাকে না, স্বামী-স্ত্রী মিলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিছানা সরিয়ে ঘরের এ কোণ-ও কোণ করেন। আর এর ফলশ্রুতি ভাগ্য দেবতার বিরুদ্ধে অভিযোগ কিংবা অভিমান নয়, বরং সোল্লাসে প্রচার করা যে—জ্যামিতিটা উত্তম-রূপে আয়ত্ত হয়েছিল।

এমন জীবন-রসিক ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অধুনা বিস্মৃত আর এক ব্রাহ্মণ (অতীতের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'ব্রাহ্মণ চিরদিনই গরীব, সেই গরীবিয় শক্তি ও সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি রহস্যের সূক্ষ্ম শিল্পী। সে রহস্য ক্ষুরধার হলেও উপভোগ্য। তার জ্বালা নেই, আনন্দ আছে।' এবং উপনিষদের ঋষির মতে, যা আনন্দ তাই তো অমৃত। এই আনন্দময় ঋষি সুলভ প্রজ্ঞা দৃষ্টির অধিকারী বলেই বোধকরি মানুষটি মৃত্যুর মুখো-মুখি দাঁড়িয়েও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ত্যাগ করতে পারেননি। পুত্রবধূর হাতে হরলিক্স্ দেখে বলেছিলেন, 'চারদিক যখন লিক্ করছে হরলিক্স্ তখন কদিন ঠেকাবে!' এবং নিজের জন্মদিন পালনের প্রসঙ্গ উঠলে বলেন: 'আমি তো জন্মদীন। আমার আবার জন্মদিন পালন!' জীবন সম্পর্কে এই চরম আসক্তিহীনতাই শিল্পীর রূপান্তর ঘটিয়েছে সাধকে।

—সত্যানন্দ।

জীবাণু সার

এ্যাজোটোব্যাকটর

পাট চাষের খরচ কমায়
ফলন বাড়ায়

মাইক্রোবস্ ইণ্ডিয়া
৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

মূল্যবান অতীতের স্বীকৃতি

স্নেহের অনুত্তম,—

দাদাঠাকুরের ৯৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভার আমন্ত্রণপত্র এইমাত্র পেলাম। প্রতি বছর এই দিনটি জেলাবাসীর কাছে স্মরণীয় দিন। একটা বিশেষ সময়ের যে ঘটনা, সেই দেশের ইতিহাসে একটা মূল্যবান দাগ টেনে যায়, কিংবা যে মানুষ বিশেষ একটা কালের সীমায় বেঁচে থেকে সেই দেশের গণ্ডীতে অথবা মানব জাতির ইতিহাসে প্রতিভার জোরে গণনীয় অবদান রেখে যান, সেই ঘটনা বা মানুষটির কথা শুধু নিষ্প্রাণ কতগুলো অক্ষরের আঁচড়ে ইতিহাস ধরে রাখবে, অথচ পরবর্তী সময়ে মানুষ সেই ঘটনা বা মানুষটিকে তাদের চিন্তায়, কাজে স্থান দেবে না, এটা কোন পক্ষেই অপ্রত্যাশিত কিম্বা আনন্দবহ নয়। শুধু বইয়ের পাতায় নয়, তাজা মানুষের মনে, প্রতিদিন না হোক কখনো কখনো একটু ছায়া ফেলবে, কখনো বা স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে এ বোধ হয় খুব বেশী প্রত্যাশা নয়। আর এমনি মনে করার মধ্যে দিয়েই তো মূল্যবান অতীতকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে।

আজকের এই যে অনুষ্ঠান, সেটা সেই দাদাঠাকুর এবং তাঁর যুগটাকে স্মরণ করা, স্বীকৃতি দেওয়াই অনুষ্ঠান বলেই আমি মনে করি। 'দাদাঠাকুর'—একজন ব্যক্তি, কিন্তু 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু সেই সৃষ্টির পেছনে যে ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা লুকিয়ে আছে, বিদেশী শাসনের রক্তচক্ষু, জেল, জরিমানার ভয় লুকানো আছে, আজ ক'জন মানুষই বা তা জানে অথবা জানতে চাচ্ছেন? শুধু ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশেই নয়, সব দেশে এবং সর্বকালেই সংবাদপত্র পরিচালনা করার যে কাজ, সে কাজ বড় কঠিন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে চেয়ে দেখো, দেখতে পাবে সব দেশের শাসকেরাই সংবাদপত্রকে বড্ড ভয় করে। কেন ভয় করে? হয়তো তাদের দুর্বলতার জন্য। সেইজন্য সব দেশেই সংবাদপত্রের উপরে অনেক সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভারত পথিক রাজা রামমোহন সে যুগে ইংরেজ শাসকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—

"A free press has never yet caused a Revolution, but Revolutions have been innumerable where no free press existed to ventilate grivauces."

পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখো, রামমোহনের কথা আজও দেশে দেশে সত্য বলে প্রমাণিত হ'চ্ছে। দুরন্ত বাধা, পর্বত প্রমাণ কুৎসার অভ্রভেদী প্রাচীর, অত্যাচারের রক্ত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে দেশে দেশে বিপ্লব আসছে। বিপ্লবীদের ভুল, সুবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা কোন কিছুই শেষ পর্য্যন্ত তাকে প্রতিরোধ করতে পাচ্ছে না।

উত্তরাধিকারীসূত্রে তুমি যে দায়িত্বভার স্কন্ধে তুলে নিয়েছো আশা করি তার গুরুত্ব তুমি বুঝবে। আমি আজ তিনদিন থেকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সেই উপসর্গটা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছে। তোমাদের স্মরণসভা সার্থক হোক। ইতি—

— প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

২২-৪-৭৬ বহরমপুর

অলক্ষ্যে

যে অলক্ষ্যে থাকে সে একা; যে লক্ষ্যে থাকে সেও একা; তার বৈশিষ্ট্য একা। তিনি আমাদের অলক্ষ্যে, মৃত্যুর পরপারে; তিনি আমাদের লক্ষ্যে, সবার মধ্যে। তাঁর যতটা আমাদের চোখের বাইরে ততটাই আমাদের সন্দেহ লেপনের জায়গা, যতটা তিনি লক্ষ্যের পরিধির ওপারে ততটা তিনি অজ্ঞাত। তাঁর যেটুকু খোলা, উদ্ভাসিত, সেইটুকুই আমাদের সম্বল। সেইটুকুই আমাদের শব্দাবলীর বিচারাধীন, সেইটুকুই আমাদের ভালো মন্দ ভাষায় বিশ্লেষিত। কিন্তু ব্যক্তি বড়, মানুষটি নিঃসন্দেহে সমস্ত বিবরণের চেয়ে বড়, বড় বলেই একা। যেন আশপাশের ভূ-প্রকৃতি প্রাণী ক্রমে উচ্চীকৃত হয়েছে একটি শীর্ষ; তাঁকে দেখা যায় উন্মুক্ত ঝড় হাওয়া বাতাসের পরিমণ্ডলে। একা বলেই টানে, চোখ টানে। প্রকাশ করে নিজেকে সমস্ত দাগ ময়লা কুয়াশা নিয়ে, প্রকাশ করে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিরাবরণ মুক্তিতে। তিনি এতো বেশী রকমভাবে বিশ্লেষিত যে তাঁকে আমাদের ভালো মন্দ বাক্য শব্দে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করা যায় না। তিনি বিশ্লেষিত এইটাই বড় প্রমাণ তাঁর জীবনের, কেউ বেঁচে না থাকলে আমাদের মধ্যে থাকতে পারে না, তিনি যে আমাদের মধ্যে দিয়ে এখনো আবর্তিত হয়ে চলেছেন এইটাই তাঁর জীবনীশক্তির পরিচায়ক। এইটাই তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের স্বরূপ। সেই আমাদের মধ্যের কাজের মানুষটি তাঁর বিপুল কর্ম ও কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যবহার করেছিলেন নিজেকে। তিনি ছিলেন আশপাশের অন্ধকারের মধ্যে সেই আকর্ষক কেন্দ্র যেখানে সংহত রশ্মি ও শক্তি উত্থিত বিচ্ছুরিত আলো। তিনিই আত্মা, তিনি এক, তিনি বিশেষ এক ভূমির বিশেষ এক সময়ের Zeitgeist। সমস্ত অববাহিকার শীর্ষ আশ্রয়।

তাঁকে স্মরণ করা মানে তাঁর সঙ্গে বাস করা। এক সাথে বাস করা মানে প্রতিদিনের ভালোবাসার আলোয় পরস্পর বেড়ে ওঠা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। সহজ স্বাভাবিকতায় বেঁচে ওঠা। প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়ে ওঠা। তাঁর প্রাকৃত শক্তির পশ্চাতে যে সুবিপুল প্রাণশক্তি, তার প্রাণশক্তিতে যে আলো, আলোয় যে উত্তাপ, উত্তাপে যে জড়ত্ব-কাটানো জেগে ওঠা, সেই জেগে ওঠার ভোরে আমাদের ভোর জেগে উঠুক, মানবিকতার ভোর আমাদের লক্ষ্য।

—সুধন্য

এ দৈন্য মাঝারে…

—সুদাস মালী

মাঝে মাঝে ভাবি, 'এ দৈন্য মাঝারে'র মধ্য দিয়ে, নিজের মনকে চোখ ঠেরে কি এক অক্ষম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি নিয়ে আসবো, এমন প্রতিশ্রুতি পালনের স্পর্দ্ধা তো আমার কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই; তবুও কি অন্যায় আবেগে অসংযত ভাষায় আমি বলছি আমাদের অজস্র দীনতার মধ্যেও কিছু প্রাণ থেকে যাচ্ছে যারা প্রতিনিয়ত জীবনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য, কোনো দার্শনিক কিংবা আধ্যাত্মিক প্রেরণার গজদন্ত মিনার থেকে আমি, তাদের ওপর আলো ফেলছি না। অতি তুচ্ছ সাধারণ একটা জীবনবোধ আর প্রত্যয় থেকে তাদের কথা বলছি যারা নিতান্তই আমার চেনা-জানা কাছের মানুষ, এমন কিছু মহিমময় বর্ণাঢ্য চিত্রণ সে নয়।

কিন্তু আজ, পরলোকগত দাদাঠাকুরের স্মৃতি-বাসরের পুণ্যলগ্নে মনে হচ্ছে, যদি তাঁর মতো কঠিন ব্যথায় রক্তাক্ত হয়ে রক্ত গোলাপ ফোটাতে পারতুম অথবা এক-আকাশ-ভরা অশ্রুসজল কান্না নিয়ে প্রবলভাবে হেসে উঠতুম, তাহ'লে বুকের অতল গহ্বর ঠেলে বেরিয়ে আসতো এক বিশাল হিমবাহ; সৃষ্টি হতো পীযূষবাহিনী তটিনী। ঊষর মরুর ধূসর বালুরাশিতে ঝিকিয়ে উঠতো সবুজ ঘাসের হাসি।

হায়! কোথায় সে সবলতা? কোথায় সে প্রবলতা? দাদাঠাকুরের প্রাণ-চেতনায় পান্নারা সবুজ হতো, উত্তম পুরুষের সেই লোভনীয়, কমনীয় সর্বনামটা বজ্রকণ্ঠে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করতো। আমাদের রুগ্ন-চেতনায় না আছে জীবনের রং, না আছে মৃত্যুর মাধুর্য। 'আমি'র অস্তিত্ব নেই, আছে বেনামী ব্যক্তিত্ব। যেখানে পৌরুষ নেই, রম্যতাও নেই, আলোর তীব্রতা নেই, আঁধারের নিবিড়তাও নেই। আমাদের আকাশে নেই তারার ফুল, ছায়াপথ অথবা নীহারিকা, অথবা ইন্দুলেখা? মুঠো মুঠো জোনাকীর আলোও আজ জ্বলে না গাছ-গাছালির গায়, ঝোপে-ঝাড়ে, বাড়ির আনাচে-কানাচে।

তাহ'লে এই কথাই দাঁড়ায়, প্রগতির যে রঙীন কল্পলোকে অমিত আর লাবণ্য একদিন মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল, বিজ্ঞানের কল্যাণী স্পর্শে ওরা যেদিন সেই ঈপ্সিত লগ্নে পৌছাবে, সেদিন ওরা কেউ কাউকে চিনবে না, এমন কি নিজেদেরও না। কি দুঃসহ সেই যন্ত্রণা! কি অসহ্য সেই আত্মবিস্মৃতি! অমিত আর লাবণ্য ওখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। এইবার আসুন, কল্পনা করা যাক—এক নগ্নগাত্র, নগ্নপদ শীর্ণ ব্রাহ্মণ হঠাৎ অকুস্থলে এসে পৌছালেন। ব্যাপারটি দেখে শুনে বুঝে-সুঝে তিনি সেই অনন্ত উদারলোকে একবার হেসে উঠলেন। আর তখনই অপরিচয়ের মায়াবগুণ্ঠনটা খসে পড়লো!

আহা! এই ছবিটিই যদি আজ আঁকতে পারতুম!

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় সেবা শিবির ২য়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২১ এপ্রিল—জিয়াগঞ্জ 'আপনজন' ক্লাব আয়োজিত ৪র্থ বর্ষ সারা বাঙলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির 'যবনিকা পতনের আগে' নাটকটি অভিনয় করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে বহরমপুর যুগাগ্নি সংস্থা (অভিনীত নাটক 'পালাবার পথ নাই') ও চুঁচুড়া গণসংযোগ সংস্থা (অভিনীত নাটক 'শতাব্দীর পদাবলী')। অনুষ্ঠাতাদের পক্ষ থেকে এই ফলাফল জানানো হয়েছে। তালিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতাদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির সংস্থা রাসবিহারী ব্যানারজির পরিচালনায় স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে 'যবনিকা পতনের আগে' নাটকটি মঞ্চস্থ করে শহরের নাট্যমোদীদের প্রশংসা লাভ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল শিবির

সাগরদীঘি, ১৮ এপ্রিল—আজিমগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের ৪র্থ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পরশু থেকে আজ পর্যন্ত সাগরদীঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি আঞ্চলিক যুব শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পতাকা উত্তোলন, সাধারণ সভা, নগর পরিক্রমা, শিশু বিভাগ কর্তৃক খেলাধূলা প্রদর্শন, সমাজ সেবামূলক কাজ প্রভৃতি ছিল শিবির কর্মসূচীর অন্যতম অনুষ্ঠান। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সহ-সম্পাদক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় গতকাল এখানে এক সাক্ষাৎকারে জানান, ভারতের ৮টি প্রদেশে ৭০টি এ ধরনের কেন্দ্র রয়েছে। আজিমগঞ্জ কেন্দ্রটি তাদেরই একটি। উদ্দেশ্য চরিত্রগঠনের মাধ্যমে দেশগঠন। 'মানুষ হও এবং মনুষ্যত্বলাভে সহায়তা কর'—বিবেকানন্দের এই ভাবধারায় শিবিরগুলি পরিচালিত হয় এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্মযোগে ব্রতী হতে ও স্বামীজীর 'মনুষ্যত্ব উন্মেষক' আদর্শে মহামণ্ডলের সভ্যদের দীক্ষা দেওয়া হয়।

পাচার করা যুবতী উদ্ধার, গ্রেপ্তার—১

রঘুনাথগঞ্জ ২৭ এপ্রিল—গোপন-সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এই থানার মেজ দারোগা বীরভূম জেলার নলহাটী থানার ভবানীপুর গ্রাম থেকে মমতাজ খাতুন (২০) নাম্নী জনৈকা যুবতীকে উদ্ধার করেন। জানা যায় গত ৭ মারচ মমতাজ খাতুন রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর গ্রামের বাড়ী থেকে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে মহম্মদ নুর হোসেন নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে।

এস ইউ সি'র ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ এপ্রিল—গতকাল এস ইউ সি আই-এর ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব হলে এক সভার আয়োজন করেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রে জলের টান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ এপ্রিল—নতুন পাঠ্যক্রমের প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন, অর্থাৎ গতকাল, বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পানীয় জলের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে তিনটি টিউবওয়েলের মধ্যে বাইরের দুটি টিউবওয়েলই অনেকো অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রায় দু'মাস থেকে। ফলে চাপ পড়ছে কেন্দ্রের ভেতরের একমাত্র টিউবওয়েলটিতে। অন্য দুটি পাকুড়তলা ও ছাত্রাবাসের টিউবওয়েলগুলি অভিভাবকদের তৃষ্ণা মেটাতে অক্ষম। তাঁরা জল পাচ্ছেন না, ছাতি ফাটছে দুর্দান্ত দাবদাহে।

জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, প্রকল্প তৈরী করে মেরামতির কাজ মাসখানেকের আগে সম্ভব হবে না। টুকিটাকি মেরামতির ব্যাপার হলে বিডিও মারফৎ করিয়ে নেওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে মেরামত করান।

মহকুমার ছ'টি কেন্দ্র—ফরাক্কা, কাঞ্চনতলা, অরঙ্গাবাদ, বাড়ালা, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। সব পরীক্ষার মত এই পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ১৪৪ ধারা জারী করেছেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক।

খেলার খবর

মির্জাপুর, ১৯ এপ্রিল—নেহেরু যুব কেন্দ্র পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা দৌড়-ঝাঁপ প্রতিযোগিতায় নবভারত স্পোরটিং ক্লাবের ঝরনা দাস জাতীয় স্কুল গেমের ৮'৯৯ মিটার সটপাট ছোঁড়ার রেকরড ভেঙে ৯'৫৪ মিটার করে এবং ডিসকাস-এর ২৮'৮৮ মিটার রেকরড ছুঁয়ে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ধুলিয়ান টাউন ক্লাবের পরিচালনায় এপ্রিল মাসের ২ তারিখে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় প্রচুর শ্রোতা-সমন্বয়ে। নির্মলেন্দু সিংহ, শ্যামসুন্দর দাস, রীণা গোস্বামী এবং আরো অনেক শিল্পী এতে অংশ গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামে শ্রীমদ্ স্বামী রামানন্দ সরস্বতী মহারাজের যোগাশ্রমে নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা ও ধর্ম মহাসভার আয়োজন করা হয়। কাছাকাছি ৩০টি গ্রামের কয়েক হাজার ভক্ত এতে যোগ দেন। দুই বৈশাখ এক সভায় স্বামীজী স্বয়ং সংস্কার মুক্ত সনাতন হিন্দুধর্ম অনুশীলনে পথের সন্ধান দেন।

১০ বৈশাখ রঘুনাথগঞ্জ গো-ডাউন কলোনীতে ৮ দিন ব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রায় ৬ হাজার ভক্তকে মহাপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ করা হয় বলে খবর।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর,জি,জি ১৯

সেই আত্মকৃত মহান-এর প্রতি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

তাই সব লেখা পত্রই সোজাসুজি। সময় সময় হয়ত বা স্বচ্ছ রূপকের মোড়কে। দাদাঠাকুরকে বোধ হয় মনে রাখতে হয়েছিল, যে দেশে পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা সেখানে বিশুদ্ধ শিল্পে কিছুর ব্যঞ্জনা গরীবের ঘোড়ারোগ জাতীয়। এর মানে এই নয় যে শিল্পের কাল ফুরিয়েছে; আসলে সরাসরি বলার মধ্যে এক ধরনের ইমিডিয়েট এফেক্ট আছে যা শিক্ষিত মনে শিল্পের কাজ হতে পারে। নয়ত তিনিই তো লিখেছিলেন পদ্মবন্ধ কবিতা; ভি অক্ষরে সাজিয়েছিলেন পদ্যমণ্ডলী। মেলানো পদ্যে ব্রাহ্মণ-নীতির অমন সমালোচনা আজ অবধি চোখে পড়ল না। এ যেন নিজেদের দুঃখে হাসতে হাসতে চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা তপ্ত জল; যা সমস্ত মূল্যবোধকে দোষমুক্ত করে দেয়। এ সব স্রষ্টারাই পারেন। সমস্ত জীবন এক তেজী দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দাপিয়ে বেরিয়েছেন তিনি। পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা, দুঃখ-কষ্ট শোক ছাপিয়ে ঐ খুর-শব্দ আকাশ ফাটিয়েছে। গতি-নিঃসৃত স্পিরিট-এ একে একে সব মিলিয়েছে। এবং সবশেষে জীবনও। "ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর গানের-পালা সাঙ্গ মোর"-এর রসস্রষ্টার পাশাপাশি আর একজন। "মরণ, ও তো পেনালটি শটে গোল খাওয়ার মতো।"

রিভলভারসহ ফরাক্কা বাঁধে ৩ জন ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ এপ্রিল—গতকাল রাত্রে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনী ফরাক্কা বাঁধের ওপর থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে একটি দেশী রিভলভার ও একটি কার্তুজ পাওয়া যায়। ধরা পড়ার আগে এরা বাঁধের ওপর সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল বলে প্রকাশ। সংবাদে জানা যায় ধৃত তিনজনের মধ্যে একজন জঙ্গিপুর কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র নাম তোফাজ্জল সেখ, বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরি গ্রামে। আর একজন এই জেলারই, অন্য জন বর্ধমানের।

জঙ্গিপুর কলেজে পূর্ণাঙ্গ ছাত্র সংসদ গঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গেল ১৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদের পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী কমিটি ঘোষিত হয়। জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে ছাত্রপরিষদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বিমান হাজরা সংসদ সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক ভাষণে তিনি ছাত্র সংসদকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থরক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন সাঃ সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধর, সহ-সভাপতি মোহন ঘোষ, সম্পাদকবৃন্দ মুরশেদ জাহাঙ্গীর, মজিবুর রহমান, শম্ভুনাথ চ্যাটারজি, শঙ্করী মুখারজি ও সন্তোষ পাল।

বছর দুই পর ব্লক কংগ্রেসের সভা পদযাত্রার কর্মসূচী গৃহীত, পরে বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় দু' বছর পর গত ১৫ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেসের সভা বসে ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে। সভাপতি আহূত এই সভায় বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত থাকলেও আলোচনা কেবলমাত্র পদযাত্রা কর্ম-সূচীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পদযাত্রা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রথমে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মণ্ডলপুর ও বীরথণ্ডা গ্রাম দুটি বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য পরে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

সংবাদপত্রকে মগজ ধোলাইয়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় : বোম্বাই হাইকোরট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিচারপতিদ্বয় ২৫০ পৃষ্ঠার রায়ে মন্তব্য করেন : সেন্সারশিপ বিধি গণতন্ত্রের সেবক হতে পারে কিন্তু তাকে কখনই গণতন্ত্রের কবর খননের কাজে ব্যবহৃত হতে দেওয়া যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মতামতে বিশ্বাস করে তার বিরোধিতা করা ও সমালোচনা করা এবং ক্ষমতাসীন দলের ব্যবস্থাদির অনুমোদন না করা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। সেন্সারশিপ দ্বারা তা বাতিল করে দিয়ে বিরোধীদের জীবনীশক্তিহীন করে দেওয়া ঠিক নয়। এতে ক্ষতি হয়।

যেহেতু সরকারী নীতির বিরোধিতা করা হচ্ছে তা অনুমোদন করা হচ্ছে না, সমালোচনা করা হচ্ছে তাই তার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে—এটা কখনই উচিত নয়। কোন কোন বাক্য থেকে শব্দ কেটে দিলে সেই বাক্যের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এভাবে সমালোচনার মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া ঠিক নয়।

সেন্সারশিপের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। **প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে কেবলমাত্র সরকারী প্রশংসা অর্জনের জন্য কাজ করা ঠিক নয়।** সেন্সার কর্তৃপক্ষকে সমতা রেখে কাজ করতে হবে।

বিচারপতিদ্বয় আরো মন্তব্য করেন : সেন্সারশিপের কাজ হচ্ছে এমন সমস্ত সংবাদ সেন্সার করা যা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। কিন্তু স্বাধীন মতামত প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া তার কাজ নয়। এতে বিপদ আরো বাড়িয়ে তোলে। সেন্সারশিপকে তার নিয়ম বিধির মধ্যেই কাজ করতে হবে। ভারত রক্ষা বিধির ৭৮ নম্বর ধারায় এই নিয়ম বিধির কথা উল্লিখিত আছে।

—সমাচার

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ

মিঞাপুর

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।